ধর্ষণ মামলায় জামিন পেলেন অতিরিক্ত ডিআইজি জহিরুল

অতিরিক্ত ডিআইজি জহিরুল। ছবি: সংগৃহীত

বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এক নারীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের অভিযোগে করা মামলায় জামিন পেয়েছেন ওএসডি অতিরিক্ত ডিআইজি মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম। মঙ্গলবার (২৮ জুলাই) ঢাকার ১ নম্বর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মুনতাসির আহমেদ তার জামিন মঞ্জুর করেন।

এর আগে একই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে ধর্ষণের অভিযোগে দায়ের করা পৃথক মামলায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়। সোমবার তদন্ত প্রতিবেদন আমলে নিয়ে ওই মামলায় জহিরুল ইসলামের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন একই ট্রাইব্যুনালের বিচারক মুনতাসির আহমেদ।

মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, ২০২১ সালের জানুয়ারিতে মাগুরার পুলিশ সুপার হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে জহিরুল ইসলামের সঙ্গে ওই নারীর পরিচয় হয়। পরে বিভিন্ন অজুহাতে তাকে নিজের কার্যালয়ে ডেকে নিয়ে ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তোলেন তিনি। একপর্যায়ে সাবেক স্ত্রীকে তালাক দিয়ে ওই নারীকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতিও দেন।

অভিযোগে আরও উল্লেখ করা হয়, ২০২১ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি মাগুরার সরকারি বাংলোয় ওই নারীকে নাকফুল পরিয়ে সম্পর্কের আনুষ্ঠানিকতা প্রকাশ করেন জহিরুল ইসলাম। একই বছরের ৮ মার্চ ওই নারী অসুস্থ হয়ে ঢাকার একটি হাসপাতালে ভর্তি হলে নিজেকে তার স্বামী পরিচয় দিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন তিনি। পরে বিয়ের আশ্বাস দিয়ে মাগুরার সরকারি বাংলো, অফিসের রেস্টরুম ও ঢাকায় ওই নারীর বাসায় একাধিকবার শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করেন বলে মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে।

মামলায় আরও বলা হয়, পরবর্তীতে জহিরুল ইসলাম ঢাকা পুলিশ সদর দপ্তরে বদলি হলেও বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ওই নারীর সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখেন। তবে ২০২৫ সালের ১৩ জুলাই বিয়ের জন্য চাপ দিলে তিনি এতে অস্বীকৃতি জানান এবং আইনগত ব্যবস্থা নিলে ক্ষতির হুমকি দেন বলে অভিযোগ করা হয়।

এরপর ওই নারী আইজিপির কাছে লিখিত অভিযোগ দেওয়ার পাশাপাশি ভাটারা থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন। পরে আত্মীয়স্বজনের মাধ্যমে বিষয়টি মীমাংসার উদ্যোগ ব্যর্থ হলে চলতি বছরের ১৫ মার্চ ঢাকার জজ আদালত প্রাঙ্গণে জহিরুল ইসলাম আবারও বিয়েতে অস্বীকৃতি জানিয়ে হুমকি দেন বলে মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে।